উন্নয়ন বিতর্ক

দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯১

বিকল্প উন্নয়ন—প্যারাডাইমের দিকনির্দেশ
মোঃ আনিসুর রাহমান

একবিংশ শতাব্দীর পথেঃ বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও আর্থ—সামাজিক উত্তরণ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক বিষয়
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত
এম, মাইনুল হক
এম, নুরুল ইসলাম

পল্লী দারিদ্র্য নিরসনে ঋণের প্রভাবঃ ব্র্যাকের কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন
আহমদ মোশ্‌তাকুর রাজা চৌধুরী
মোস্তফা মাহমুদ
আমিনুল আলম

বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ

পল্লী দারিদ্র্য নিরসনে ঋণের প্রভাবঃ ব্র্যাকের কার্যক্রমের একটি মূল্যায়ন

আহমদ মোশ্‌তাকুর রাজা চৌধুরী

মোস্তফা মাহমুদ

আমিনুল আলম*

ভূমিকা

প্রায় উনিশ বছর আগে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই দীর্ঘ সময়েও পল্লী এলাকার দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেছে।

---

* যথাক্রমেঃ বিভাগীয় প্রধান। গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ, ব্র্যাক;

প্রাক্তন গবেষক; ব্র্যাক ;

কর্মসূচী সমন্বয়ক, ব্র্যাক।

অনুবাদে সহায়তা করার জন্যে লেখকরা জনাব গোলাম সাত্তারের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এ দীর্ঘ সময়ে বেশ কয়েকটি সরকার এসেছে। কিন্তু কেউই পল্লী এলাকার এই পঞ্চাশ ভাগ বা তারও বেশী জনগোষ্ঠী যারা ভূমিহীন ও সম্পদহীন তাদের ভাগ্যের উন্নতিকল্পে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে নি। এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরপরই অনেকগুলো বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যাদেরকে সংক্ষেপে এন জি ও (non-governmental organization) বলা হয়ে থাকে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড প্রবর্তন করে এবং ধারাবাহিকভাবে সেগুলো চালিয়ে আসছে। এদের একটি হলো বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি বা ব্র্যাক। বর্তমানে ব্র্যাকের কার্যক্রম বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত। বহুমুখী, একাধিক কর্মসূচী এবং প্রায় সাড়ে চার হাজারের এক কর্মী বাহিনী নিয়ে ব্র্যাক বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে গরীব জনগোষ্ঠীর মানবিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকল্পে তার অবদান রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। এ সব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা (ব্যবহারিক ও প্রাথমিক), সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি এবং ঋণদান। ব্র্যাকের ডায়রিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি মহিলাকে মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানানো ও ব্যবহার শিক্ষা দেয়া হয়েছে[১,২]।

রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা আরডিপি হলো ব্র্যাকের একটি অন্যতম কর্মসূচী। উদ্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ কর্মসূচীর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সনে একটি সমীক্ষা হাতে নেয়া হয়। এখানে আমরা সেটা থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু ফলাফল উপস্থাপন করব।

ব্র্যাকের রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম

ব্র্যাকের এ কর্মসূচীর সূচনা ১৯৭৯ সনে। তখন এটার নাম ছিল "পল্লী ঋণ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী"–যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমিহীনদের জন্য ঋণদান। ১৯৮৬ সনে এ কর্মসূচীটি "আউটরীচ প্রজেক্ট" নামে আরেকটি প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয় এবং একীভূত কর্মসূচীর নাম দেয়া হয় আর ডি পি। এখানে উল্লেখ্য যে, "আউটরীচ প্রজেক্ট" ছিল শুধুমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধির একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প এবং ঋণ দেয়ার কোন ব্যবস্থা এতে ছিলনা। এখানে আর ডি পি সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য পরিবেশিত হলো।

ব্র্যাকের ঋণদান উদ্যোগের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ব্র্যাকের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সনে একটি ত্রাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে। অতি সত্বরই ব্র্যাক উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র ত্রাণ গ্রামাঞ্চলের সমস্যাসংকুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর

মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়, এটি একটি অতি স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ মাত্র। ১৯৭২ সনের শেষের দিকে তাই হাতে নেয়া হয় একটি উন্নয়ন কর্মসূচী, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সর্বস্তরের জনগণকে স্বাস্থ্য, ব্যবহারিক শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান। কিন্তু দেখা গেল, এসকল কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের শুধুমাত্র অধিকতর ধনী স্বচ্ছল পরিবারগুলোই সুবিধা পাচ্ছে। ভূমিহীন বা সম্পদহীনরা এর মাধ্যমে তেমন কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এ উপলব্ধি থেকে ব্র্যাক সিদ্ধান্ত নেয় যে, গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নতি করতে হলে শুধুমাত্র এদের সাথেই কাজ করতে হবে এবং ১৯৭৭ সন থেকে ব্র্যাক তাই করে আসছে [৩]।

ব্র্যাকের পল্লী ঋণ কর্মসূচীর সূচনা ১৯৭৪ সনে। ঐ বছর তৎকালীন সিলেট জেলার (বর্তমানে সুনামগঞ্জ) শাল্লা থানায় (বর্তমানে উপজেলা) প্রথম পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়। পরবর্তী বছরে ভূমিহীনদের মধ্যে প্রথম সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ব্র্যাকের মানিকগঞ্জ প্রকল্পে প্রথম ঋণ বিতরণ করা হয় ১৯৭৬ সনে [৪]।

আর ডি পি'র উদ্দেশ্য

ব্র্যাকের আর ডি পি কর্মসূচীর উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা;

২। সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে গরীব জনগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক উন্নতি বিধান করা; এবং

৩। দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত মানুষের ব্যবস্থাপনাশক্তি ও উদ্যম বাড়ানো।

আর. ডি. পি'র অংগ কর্মসূচীসমূহ

উপরোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আর ডি পি তার কার্যক্রম পাঁচটি ছোট বা অংগ কর্মসূচীর মাধ্যমে পরিচালিত করছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) সচেতনতা সৃষ্টিঃ কোন গ্রামে আর ডি পি'র কার্য শুরুর প্রাথমিক কাজ হলো একটি ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ভূমিহীন ও অন্যান্য উদ্দিষ্ট জনগণকে অক্ষরজ্ঞানদান ও তাদের সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(খ) সংগঠন প্রতিষ্ঠাঃ ভূমিহীনদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা আর ডি পি'র অন্যতম লক্ষ্য। সাধারণতঃ ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমের সফল সমাপনী ঘটে মহিলা ও পুরুষদের জন্য গ্রাম ভিত্তিক পৃথক সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে।

(গ) প্রশিক্ষণঃ ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে সংগঠিত মহিলা ও পুরুষ দলদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা আর ডি পি'র অন্যতম কাজ। মানবিক বিকাশ ও দক্ষতাবৃদ্ধিই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

(ঘ) ঋণ সহায়তাঃ সংগঠন সৃষ্টির পরবর্তী ছয় মাস সাধারণতঃ বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ ও প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এরপর সংগঠনের সদস্য/সদস্যারা ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

(ঙ)প্রযুক্তিগত সহায়তাঃ ভূমিহীন সদস্য/সদস্যরা অনেক সময় উন্নতর প্রযুক্তি ও অন্যান্য সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করে, যেমন মোরগ-মুরগীর টিকা সরবরাহ বা উৎপাদিত দ্রব্যাদির বাজারজাতকরণ। এসব ব্যাপারেও আর ডি পি সহায়তা প্রদান করে।

ঋণের স্থিতিকাল

সাধারণতঃ তিন ধরনের ঋণ সরবরাহ করা হয়ে থাকে– এক বছরের জন্য, এক থেকে তিন বছরের জন্য এবং তিন বছরের বেশী সময়ের জন্য।

সুদের হার

সব ঋণের জন্য শতকরা ১৬ ভাগ হারে সুদ আদায় করা হয়ে থাকে।

ঋণ প্রদানের নিয়মাবলী

যে কাজ বা বিষয়ের জন্যে ঋণ মঞ্জুর করা হয় শুধুমাত্র সে কাজেই ঋণ ব্যবহার করা আর ডি পি'র বিধান। আর ডি পি'র কর্মীরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন অন্তরঙ্গ অথচ দৃঢ় অবেক্ষণের মাধ্যমে। পারিবারিক খরচার জন্য কোন ঋণ মঞ্জুর করা হয় না। প্রতিটি ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধ করা হয় সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের ব্যাপারে ভূমিহীন সংগঠন এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যদিও ঋণ দেয়া হয় ব্যক্তি সদস্যের নামে কিন্তু এই ঋণ আবেদনের পেছনে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সুপারিশ থাকতে হয়। আর তাই ঋণ পরিশোধে উক্ত সংগঠনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। ঋণ পেতে হলে আবেদনকারী সদস্য/সদস্যার নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়ও থাকতে হয়। ঋণের পরিমাণ কত হবে সেটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট স্কীমের উপর। এ পর্যন্ত দেয়া ঋণের ব্যাপ্তি হলো ৫০০ থেকে ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত। বড় ঋণ সাধারণতঃ গোষ্ঠীগত স্কীম যেমন গভীর নলকূপ বা ইটখোলা ইত্যাদির জন্যে দেয়া হয়ে থাকে– যেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে একাধিক ভূমিহীন সংগঠন জড়িত থাকে। ব্যক্তিগত ঋণের ব্যাপ্তি হলো ৫০০ থেকে ৮,০০০ টাকা পর্যন্ত।

Fig 1: Map of Bangladesh showing districts covered by BRAC's Rural Development Programme (RDP) (1990)

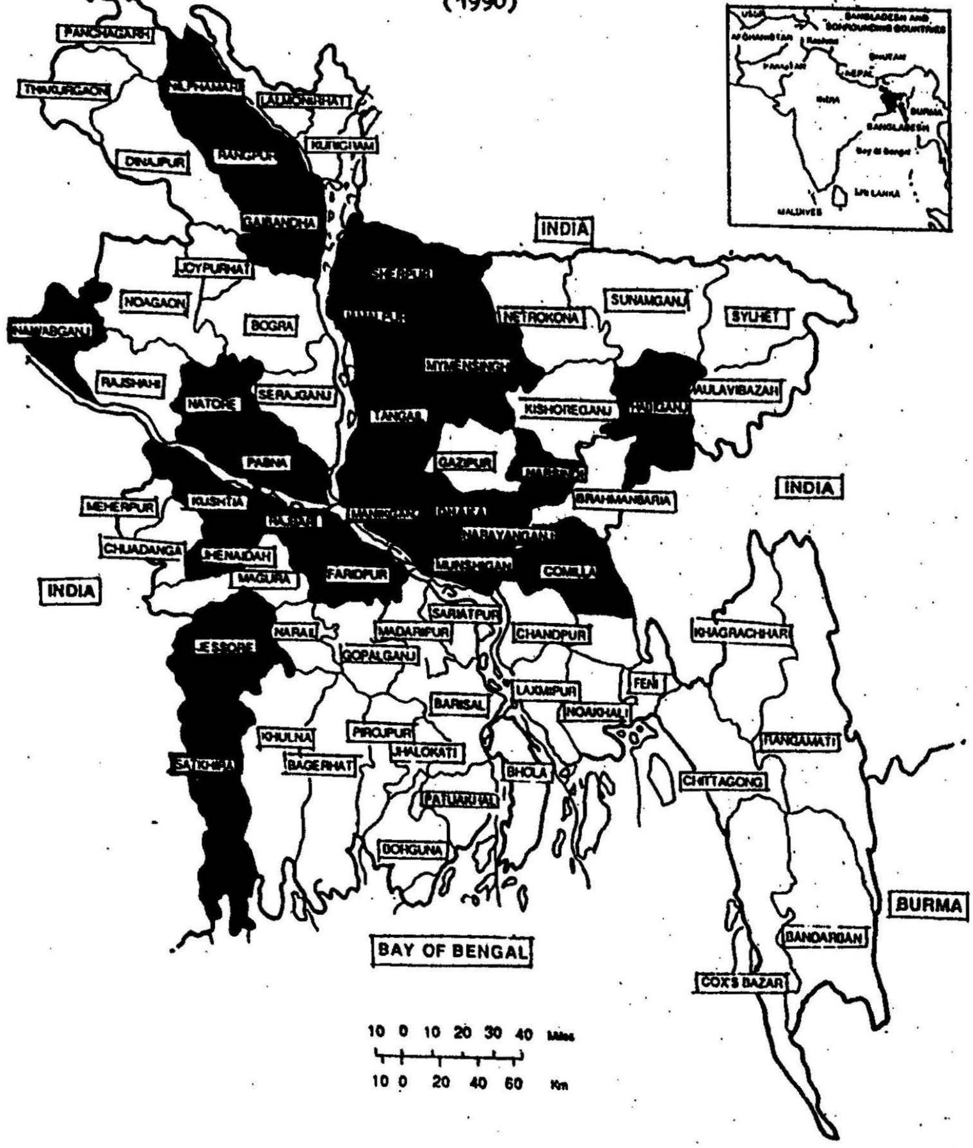

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

ভূমিহীনতাই শুধু আর ডি পি'র উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মাপকাঠি নয়। এমনও দেখা যায় যে, কোন পরিবারের হয়তো জমি নেই কিন্তু তার বিরাট ব্যবসা আছে। এরা আর ডি পি'র সংগঠিত দলের সদস্য/সদস্যা হবার যোগ্য নয়। তাই আর ডি পি'র উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী হিসেবে কেবলমাত্র তারাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যারা ভূমিহীন এবং সেইসাথে যারা নিজেদের কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। দেখা গেছে, কায়িক শ্রম তারাই বিক্রি করে যাদের আর কোনই অবলম্বন নেই অর্থাৎ যারা প্রকৃতই গরীব এবং নিঃস্ব।

ব্যবস্থাপনা

আর ডি পি'র কর্মকান্ড এক একটি শাখা অফিস থেকে পরিচালিত হয়। সাধারণতঃ একটি শাখা অফিসের আওতায় ৪৫–৫০টি গ্রাম থাকে–যা দুই থেকে তিনটি ইউনিয়নে বিস্তৃত। প্রতিটি গ্রামে দু'টি সংগঠন থাকে–একটি মহিলাদের ও আরেকটি পুরুষদের। প্রতিটি সংগঠনে সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ৫০ থেকে ৭০ জন।

প্রতিটি শাখা অফিসের দায়িত্বে থাকেন একজন ব্যবস্থাপক এবং তাকে সহায়তা করে চার থেকে পাঁচজন কর্মসূচী সংগঠক। এছাড়া আর ডি পি'কে সহায়তা করার জন্যে স্থানীয় "গ্রাম সেবক" নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গ্রাম সেবকের দায়িত্বে থাকে ৫টি গ্রাম বা ১০টি সংগঠন।

অগ্রগতি

১৯৮৯ সনের শেষ ভাগে আর ডি পি ৮১টি শাখা অফিস থেকে কাজ করছিল যেগুলো ২২টি জেলাভুক্ত ৪৫টি উপজেলায় অবস্থিত (ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। আর ডি পি'র অগ্রগতি বা কাজের ব্যাপ্তি সংক্রান্ত কিছু তথ্য সারণী ১–(পরের পৃষ্ঠায় দেখুন)–এ দেয়া হলো। এ থেকে দেখা যায়, ঐ সময় ৩,৩৫৯টি গ্রাম আর ডি পি কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হয় এবং দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত ৩,৫৫,৬৭৫ জন পুরুষ ও মহিলা গ্রাম সংগঠনসমূহের সদস্যভুক্ত করা হয় যার অধিকাংশই (৬৮%) মহিলা।

সঞ্চয়

প্রতি সদস্য/সদস্যাদের প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে হয় যা তাদের নিজস্ব নামে ব্যাংকে জমা থাকে। ১৯৮৯ সন পর্যন্ত আর ডি পি'র সংগঠিত দলের

সদস্য/সদস্যারা প্রায় সাত কোটি টাকা সঞ্চয় করেছেন অর্থাৎ প্রতি সদস্যের সঞ্চয়ের গড় ছিল প্রায় ১৯৩ টাকা (সারণী-২)

সারণী ১ঃ আর ডি পি'র অগ্রগতি (১৯৭৯-৮৯)

মোট উপজেলা	৪৫
মোট শাখা সংখ্যা	৮১
মোট গ্রাম সংখ্যা	৩,৩৫৯
গ্রাম সংগঠন	
পুরুষ	২,৮৮২
মহিলা	৩,৬৪২
মোট	৬,৫২৪
মোট সদস্য সংখ্যা	
পুরুষ	১,৩৭,৭৩৬
মহিলা	২,১৭,৯৩৯
মোট	৩,৫৫,৬৭৫

ঋণ বিতরণ

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত মোট ৪৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার শতকরা ৯৬·৫ ভাগই সময়মতো পরিশোধিত হয়েছে। সারণী ২-এ এ সম্পর্কিত আরও কিছু তথ্য পরিবেশিত হলো।

সারণী ২ঃ আর ডি পি'র ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য (১৯৭৯-১৯৮৯)

মোট সঞ্চয়	৬·৯ কোটি টাকা
সদস্য প্রতি সঞ্চয়	১৯৩ টাকা
মোট ঋণ বিতরণ	৪৭·৩ কোটি টাকা
সময়মতো পরিশোধিত	৯৬·৩%
মহিলা ঋণ গ্রহীতা	৫৩·৪%

ঋণ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি সংক্রান্ত কাজে বেশী ঋণ দেয়া হয়েছে। সারণী-৩ এ আরও দেখা যায়, মোট বিতরিত ঋণের বেশীর ভাগই স্বল্প মেয়াদী অর্থাৎ (এক বছরের কম) এবং শতকরা মাত্র সাতভাগ

দীর্ঘমেয়াদী (তিন বছরের বেশী)। শতকরা ১৭ ভাগ ঋণ দেয়া হয়েছে গোষ্ঠীগত স্কীমের জন্য এবং এক্ষেত্রে পরিশোধের হার ব্যক্তিগত ঋণের চেয়ে কিছুটা কম (সারণী–৩)।

সারণী–৩ঃ আর ডি পি'র ঋণের ধরন বিশ্লেষণ (১৯৭৯–১৯৮১)

যেসব বিষয়ে ঋণ দেয়া হয়েছে	বিতরিত ঋণের ভাগ (%)
ক্ষুদ্রব্যবসা	৫৩·৪
কৃষি	১২·১
সেচ	৭·২
পশু ও হাঁস–মুরগী পালন	১৭·৩
মৎস্য চাষ ও বিক্রয়	১·০
গ্রামীণ পরিবহণ	৩·২
গ্রামীণ শিল্প	৫·৫
অন্যান্য	০·৩

ঋণের মেয়াদ	বিতরিত ঋণের ভাগ (%)	পরিশোধ হার (%)
স্বল্প মেয়াদী	৫৪·১	৯৫·৬
মধ্য মেয়াদী	৩৯·১	৮৮·৯
দীর্ঘ মেয়াদী	৬·৮	৭০·৮

ব্যক্তি/গোষ্ঠীগত ঋণ	বিতরিত ঋণের ভাগ (%)	পরিশোধ হার (%)
ব্যক্তিগত ঋণ	৮২·৯	৯৫·৯
গোষ্ঠীগত (যৌথ) ঋণ	১৭·১	৮০·৬

সমীক্ষা পদ্ধতি

১৯৭৯ থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত আর ডি পি'র মোট আটটি শাখা খোলা হয়। এর থেকে চারটি শাখা দৈবচয়ন (random) পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত

শাখাসমূহ হলোঃ নরসিংদী, ঘিওর (মানিকগঞ্জ জেলা), পাবনা ও বরইগ্রাম (নাটোর জেলা)। প্রতিটি নির্বাচিত শাখা থেকে ৫০ জন মহিলা সদস্য ও ৫০ জন পুরুষ সদস্য একই পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়। আর ডি পি'র সাথে অন্ততঃ সাত বছর সংশ্লিষ্ট রয়েছে এমন সদস্য/সদস্যাদের মধ্য থেকে এই ১০০ জনকে বাছাই করা হয়। তবে তারা এ ক'বছরে আর ডি পি থেকে কোন ঋণ পেয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয় নি।

আর ডি পি–ভুক্ত সংগঠন সদস্য/সদস্যাদের আয় ও অন্যান্য বিষয়ে প্রভাব নির্ণয়ের জন্য একই শাখার ঋণ কর্মসূচীর আওতা বহির্ভূত সমান সংখ্যক পুরুষ ও মহিলাকে একই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। আর ডি পি আওতাভুক্ত ও বহির্ভূত দু' দলেরই আর্থ–সামাজিক অবস্থান ছিল অনুরূপ। সমীক্ষা পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দেয়া হয়েছে [৪]। উদ্দিষ্ট তথ্যসমূহ দৈবচয়নকৃত মহিলা ও পুরুষদের নিজ নিজ খানার (household)–ই প্রতিফলন।

ফলাফল

আয়ের উপর প্রভাব

সারণী ৪ এ আর ডি পি আওতাভুক্ত সদস্য/সদস্যা ও আওতা বহির্ভূতদের আয়ের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে দেখা যায়, জনপ্রতি আয় আর ডি পি আওতাভুক্তদের বেলায় শতকরা ২৬ ভাগ বেশী।

সারণী ৪ঃ আর ডি পি ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত ও আওতাবহির্ভূতদের খানার গড় আয় ও জনপ্রতি আয়

বিষয়	আওতাভুক্ত	আওতাবহির্ভূত	আওতাভুক্তদের কতভাগ বেশী (%)
খানার গড় আয় (বৎসরে টাকায়)	১৯,৬১৩	১৫,২২৮	২৯%
জনপ্রতি গড় আয় (বৎসরে টাকায়)	৩,৫০২	২,৭৬৯	২৬%

কর্মসংস্থানের উপর প্রভাব

কর্মসংস্থানের বেলায়ও দেখা যায়, আর ডি পি আওতাভুক্ত সদস্য/সদস্যারা আওতা বহির্ভূতদের চেয়ে শতকরা ১৯ ভাগ বেশী কর্মসংস্থান সুযোগ করে নিয়েছে। অন্যদিকে আওতাভুক্তরা বাহিরের মজুর নিয়োগ করেছে শতকরা ১৯৭ ভাগ বেশী। ৪।

সম্পদ/সম্পত্তির উপর প্রভাব

এ সমীক্ষার মাধ্যমে আমরা দু'টি দলের সম্পত্তির হিসেবও সংগ্রহ করি। এতে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আর ডি পি আওতাভুক্তদের সম্পদ/সম্পত্তির সংখ্যা আওতাবহির্ভূতদের চেয়ে বেশী। সারণী ৫–এ সম্পত্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য দেয়া হলো।

সারণী ৫ঃ আর ডি পি ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত ও আওতা বহির্ভূতদের নিজস্ব সম্পদ/সম্পত্তির বিবরণ

সম্পদ/সম্পত্তি	আওতাভুক্ত	আওতাবহির্ভূত	আওতাভুক্তদের কতভাগ বেশী(%)
গরু–বাছুর	১৮৪	১৩৮	৩৩·৩
ছাগল–ভেড়া	১৪৯	১১০	৩৫·৪
হাঁস	৮৬	১৭২	–১০০·০
মোরগ	৭৮৪	৩৯০	১০১·০
রিক্সা	৪১	৪	৪১২·৫
সাইকেল	২২	১৬	৩৭·৫
কৃষি উপকরণ	৫৬	৩৬	৫৫·৫
বয়ন যন্ত্র	২১	১৫	৪০·০

আলোচনা

১৯৭১ সনের শেষদিকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। কর্মপদ্ধতি ভিন্ন হলেও এদের বেশীর ভাগেরই উদ্দেশ্য একই—বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন। ব্র্যাক বা বাংলাদেশ

রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি এদের একটি। ১৯৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত এ সংস্থা অনেকগুলো প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করে আসছে। অন্যান্য অনেক সংস্থার মত ব্র্যাক ও পল্লী ঋণকে তাদের অন্যতম কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং বিগত পনেরো বছরে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যও অর্জন করেছে।

আর ডি পি বা রুরাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্র্যাকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এর আওতায় পল্লী ঋণ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিগত বছরে এ কর্মসূচী যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং বর্তমানে ৮০টিরও বেশী এলাকায় এর কার্যকারিতা বিস্তৃত। সাড়ে তিন লাখেরও বেশী পুরুষ ও মহিলা (মহিলা ৬৪%) এ কর্মসূচীর সাথে সরাসরি জড়িত থেকে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করছে। ১৯৮৯ সন পর্যন্ত এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৪৭ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ঋণ পরিশোধের হার খুব আশাব্যঞ্জক – ৯৬%। আর ডি পি তার পরিধি বিস্তৃতি করছে খুব দ্রুতগতিতে। আশা করা হচ্ছে ২০০০ সনের আগেই আর ডি পি'র শাখা সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যাবে। এ কর্মসূচীকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ব্র্যাক আর ডি পি–কে একটি ব্যাংকে রূপান্তর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে।

পল্লী ঋণের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশিষ্ট সংস্থা হলো গ্রামীণ ব্যাংক, যার বিস্তৃতি আর ডি পি'র চেয়েও দ্রুততর হয়েছে। বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা ৬০০–এরও বেশী এবং তার ঋণ পরিশোধের হার খুবই আশাব্যঞ্জক–৯৮% [৫]। আর ডিপি এবং গ্রামীণ ব্যাংকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ করলেও এ দুটো কর্মসূচীর মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। গ্রামীণ ব্যাংক একান্তভাবেই একটি ব্যাংক যার উদ্দেশ্য হলো সহজ উপায়ে দরিদ্রদের মধ্যে ঋণ পৌছানো। অন্যদিকে আর ডি পি'র উদ্দেশ্য হলো আরও ব্যাপক। ঋণ ছাড়াও আর ডি পি'র রয়েছে অন্যান্য উদ্দেশ্য ও তার জন্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী যেমন– সচেতনতা বৃদ্ধি, দরিদ্রদের সংগঠন তৈরী, প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি। তাছাড়া ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও দুই কর্মসূচীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।

এ দুই কর্মসূচীর মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের প্রভাব উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর উপর প্রায় সমভাবে পড়ছে বলে মনে হয়। ১৯৮৪ সনের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নেয়া ভূমিহীন ঋণীদের আয় উক্ত কর্মসূচীর আওতাবহির্ভূতদের থেকে শতকরা ৩০·৮ ভাগ বেশী [৬]। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের বেলায় আমরা দেখেছি শতকরা ২৬ ভাগ বেশী। কর্মসংস্থান বা সম্পত্তি আহরণের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপ প্রভাব দেখতে পাই। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে আর ডি পি'র চেয়ে অনেক

বেশী লোক ঋণসহায়তা পাচ্ছে। অন্যদিকে আর ডি পি'র উপকৃতরা ঋণ ছাড়াও অন্যান্য সুবিধা পাচ্ছেন যার প্রভাব অনেক বেশী সুদূর প্রসারী হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আর ডি পি (তথা ব্র্যাক) এবং গ্রামীণ ব্যাংক দু'টোই উন্নয়নের নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আশার আলো সৃষ্টি করতেপারে।

উৎস

১। আ, মো, রা, চৌধুরী, গ্রামাঞ্চলে ও, আর, এস শিক্ষা কার্যক্রমঃ একটি সমীক্ষা। উন্নয়ন বিতর্ক, ২য় বর্ষ, ১৯৮২।

2. AMR Chowdhury, et al. Use and safety of ORT: an epidemiological evaluation from Bangladesh. International Journal of Epidemiology. 17. 1988.

3. FI Chowdhury and AMR Chowdhury. Use pattern of oral contraceptives in rural Bangladesh: a case study from Sulla. Bangladesh Development Studies. 6. 1978.

4. AMR Chowdhury et al. Impact of Credit for the rural poor: the case of BRAC. Dhaka. BRAC. 1988 (mimeo).

5. Grameen Bank. Annual Report 1989. Dhaka. 1990.

6. M Hussain. Credit for the rural poor. Dhaka. Bangladesh Institute of Development Studies. 1984.